দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ .. 01 JAN 1995 ..
পৃষ্ঠা ..১৫.. কলাম ..৭..

অশান্ত শিক্ষাঙ্গন ঃ অস্থিরতার এক বছর

কালস্রোত

শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত হয়নি। গত বছরও দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী তৎপরতা অব্যাহত ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (শা-পা) ও ছাত্র শিবিরের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। ছাত্র সংঘর্ষে গত বছর জীবন দিয়েছে ১০ জন। আহত হয়েছে কয়েক শত। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের কয়েকটি নামকরা কলেজ শুধু সন্ত্রাসের কারণে বছরের বিভিন্ন সময় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল দীর্ঘদিন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সারা বছর স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম চলেছে। তবে সন্ত্রাসের আতংক কমে নাই। দুইটি বড় ছাত্র সংগঠনের হল দখল রাখার প্রবণতায় ক্যাম্পাস বিভক্ত হয়ে আছে উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ায়। সারা বছরে কমপক্ষে ২০টি ছোটখাট সংঘর্ষ হয়েছে ক্যাম্পাসে। ২০ জন মেধাবী ছাত্রের ভর্তি প্রসঙ্গ এবং সূর্যাস্ত আইন বাতিলের আন্দোলন ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচিত ঘটনা। এক গ্লাস পানি খাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করেও ছাত্র সংঘর্ষ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ছাত্রজীবনের দাবী আদায় সম্পর্কিত কোন আন্দোলন দানা বাঁধে নাই। রাজনৈতিক কর্মসূচী সফল করার আন্দোলনেই ব্যস্ত ছিল অধিকাংশ ছাত্র সংগঠন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিবিরের কর্মীদের সাথে ছাত্র দলের কর্মীদের একাধিকবার সংঘর্ষ হয়।

জানুয়ারী মাসে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মোটামুটি শান্ত ছিল। তবে বন্ধ ছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ১২ই ফেব্রুয়ারী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল ও ছাত্র শিবিরের কর্মীদের মধ্যে ভয়াবহ এক বন্দুক যুদ্ধ চলাকালে শতাধিক ছাত্র ও কর্মচারী আহত হয়।

২৯শে এপ্রিল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসী ঘটনা ছিল উল্লেখ করার মত। বয়সে নবীন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল ও ছাত্র শিবিরের কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। বিশ্ববিদ্যালয় অনির্ধারিত কালের জন্য বন্ধ ঘোষিত হয়।

১লা জুন সিরাজগঞ্জ শহরে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের (শা-পা) কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে সিরাজগঞ্জ সরকারী কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ৩রা জুন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট নেতা আহম্মদ উল্লাহ সন্ত্রাসীদের গুলীতে নিহত হন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ৪ঠা জুন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ৯ই জুন সিলেট এমসি কলেজের ছাত্রাবাসে হামলার ঘটনা ঘটে। আহত হয় ১০ জন ছাত্র। ১৯শে জুন ঢাকা ডেন্টাল কলেজে ছাত্র সংঘর্ষ হয়।

১লা জুলাই সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিলে এক ছাত্র সংঘর্ষে ২৫ জন আহত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় অনির্ধারিত কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৪ই জুলাই ময়মনসিংহে এক ছাত্র সংঘর্ষে ১ জন নিহত এবং ৩০ জন আহত হয়। ১৯শে জুলাই চট্টগ্রাম পলিটেকনিক কলেজে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে এক সংঘর্ষ চলাকালে ১ জন গুলীবিদ্ধ হয়। কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ২৬শে জুলাই বরিশালে ছাত্রলীগের (শা-পা) দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ৫ই আগষ্ট চট্টগ্রামস্থ সীতাকুন্ড বাজারে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। ২১শে আগষ্ট গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের কর্মীদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ৮০ জন আহত হয়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাজশাহী সরকারী কলেজে এক ছাত্র সংঘর্ষে ২০ জন আহত হয়। ১০ই সেপ্টেম্বর ঢাকা মেডিকেল কলেজের ডাঃ ফজলে রাব্বি হলে রুম দখলকে কেন্দ্র করিয়া সংঘর্ষ হয়। ১৩ই সেপ্টেম্বর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে ১৪ই সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষিত হয়। ১৬ই সেপ্টেম্বর নরসিংদীর বেলাব থানার নারায়ণপুর কলেজে ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। ২৫শে সেপ্টেম্বর ঢাকায় আদালত প্রাঙ্গণে গুলী বর্ষণের ঘটনায় ছাত্রদল নেতা আবু মোর্শেদ নিহত হন। ২৬শে সেপ্টেম্বর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুক যুদ্ধ হয়। ২৮শে সেপ্টেম্বর গুরুদয়াল কলেজে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে এক সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হয়। ২৭শে অক্টোবর ঢাকায় সলিমুল্লাহ কলেজে ছাত্র সংঘর্ষ হয়। ২রা নভেম্বর সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের প্রেক্ষিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। একই দিন ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে এক ছাত্র সংঘর্ষে একজন ছাত্রের মৃত্যু ঘটে। ৬ই নভেম্বর ছাত্র সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ৯ই নভেম্বর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সংঘর্ষের পর বিপুল সংখ্যক অস্ত্র উদ্ধার ও ৪ জন শিবির কর্মী গ্রেফতার হয়। ১৯শে নভেম্বর ঢাকার মিটফোর্ট এলাকায় সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের (শা-পা) কর্মীদের মধ্যে এক সংঘর্ষে ৭০টি কক্ষ ভাঙ্গচুর হয়। আহত হয় ১০ জন ছাত্র। ২০শে নভেম্বর সিলেটের এমসি কলেজে ছাত্র সংঘর্ষে ১ জন নিহত হয়।

বছরের শেষে ডিসেম্বর মাসে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ও ছাত্র শিবিরের কর্মীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী এক সংঘর্ষে ৪ জন শিবির কর্মী নিহত হয়। ১৬ই ডিসেম্বর এই সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে। ১১ই ডিসেম্বর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ছাত্রদল ও ছাত্র শিবিরের কর্মীদের মধ্যে এক সংঘর্ষে ৫০ জন আহত হয়। এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় ৯২ জনকে।

রেজানুর রহমান